প্রথম আলো

তারিখ ... 18 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা 12 ... কলাম ... 6 ...

'কল্যাণী' প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

# স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রযুক্তি সেবা যাবে মানুষের দুয়ারে

নাটোর প্রতিনিধি ●

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তির সেবা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হলো কল্যাণী প্রকল্প। নাটোরে গতকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের ১৫ জেলায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল নাটোরের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। এ সময় তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাকি ১৫টি জেলায় এর উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কল্যাণী শুধু একটা প্রকল্প নয়। এটা একটি সামাজিক আন্দোলন। এখানে নারী ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় উচ্চমাধ্যমিক পাস করা নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাঁরা মোবাইল, ল্যাপটপ ও ক্যামেরা নিয়ে স্মাইকেলে করে গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে যাবেন। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেখান থেকে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভুক্তভোগীদের যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। এর বিনিময়ে তাঁরা কিছু সম্মানী পাবেন।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে ১ হাজার ও ২০২১ সালের মধ্যে ১০ হাজার কল্যাণী মাঠে নামবেন বলে প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। কাজটি বাস্তবায়ন করবে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডিনেট। নাটোরের পাশাপাশি ঢাকা, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, যশোর, কুমিল্লা, শরীয়তপুর, নেত্রকোনাসহ ১৫ জেলায় এর কাজ শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল সকাল সাড়ে নয়টায় শহরের শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে নারীদের বাইসাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়। পরে সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কল্যাণীর লোগো উন্মোচন করা হয়। সাড়ে ১০টায় আলোচনা সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাটোরের জেলা প্রশাসক শাহীনা খাতুন। প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও বক্তব্য দেন তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক, ডিনেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনন্য রায়হান, নাটোর জেলা পরিষদের প্রশাসক সাজেদুর রহমান খান, নাটোর পৌরসভার মেয়র উমা চৌধুরী প্রমুখ।